তরণীসেন বধ

সেবকচিত্র প্রতিষ্ঠানের নিবেদন

সেবকচিত্র প্রতিষ্ঠানের

নিবেদন

তরণীসেন বধ

প্রযোজনা : : ইভা বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী ॥ চিত্রনাট্য ॥ সংলাপ : : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ॥ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত : : অনিল বাগচী
প্রধান সম্পাদক : : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : : অনীত মুখোপাধ্যায়
আলোকচিত্র পরিচালনা : : প্রভাত ঘোষ
শব্দানুলেখন : : জে, ডি, ইরাণী
শিল্প নির্দেশ : : বটু সেন
গীতিকার : : শ্যামল গুপ্ত
কর্মসচিব : : নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কৃষ্ণচন্দ্র জানা
ব্যবস্থাপনা : : কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নন্দদুলাল দাস
নৃত্য-পরিকল্পনা : : অনাদি প্রসাদ
রূপসজ্জা : : শৈলেন গাঙ্গুলী
সাজসজ্জা : : বি, ব্রাদার্স
মৃৎশিল্পী : : জিতেন পাল
পটশিল্পী : : বলরাম চট্টোপাধ্যায় ॥ নবকুমার কয়াল
স্থিরচিত্র : : সত্য সান্যাল (ফোটো ফ্লাশ)

পরিচালনা : : চিত্রসারথী

সহকারী : পরিচালনায়—শৈলেন নাথ ॥ চঞ্চল ঘোষ ॥ কান্তি মুখোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীতে—অলক দে ॥ শিল্পনির্দেশে—গোপী সেন ॥ আলোকচিত্রে—কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শব্দানুলেখনে—সিদ্ধি নাগ ॥ রূপসজ্জায়—অনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ গৌর দাস ॥ পঞ্চু ব্যবস্থাপনায়—সনৎ মণ্ডল ॥ ধনঞ্জয় দাস ॥ অজিত দত্ত ॥ ফটিক মাইতি ॥ যতীন দাস ॥ অনিল দে ॥
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ—শান্তি ॥ মনোরঞ্জন ॥ হেমন্ত ॥ অনিল ॥ দেবেন

ইন্দ্রপুরী ও রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত

ও

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে শ্যামসুন্দর ঘোষ কর্তৃক সঙ্গীতাংশ গৃহীত ও শব্দ পুনর্যোজিত

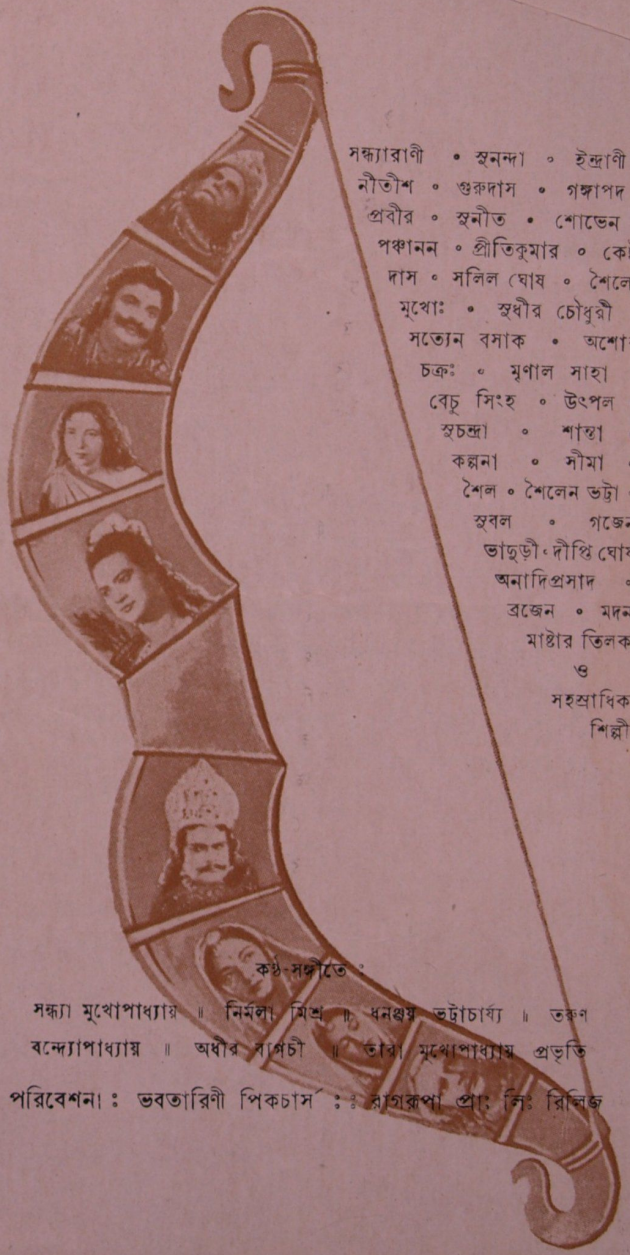

সন্ধ্যারাণী • সুনন্দা • ইন্দ্রাণী • নীতীশ • গুরুদাস • গঙ্গাপদ • প্রবীর • সুনীত • শোভেন • পঞ্চানন • প্রীতিকুমার • কেষ্ট-দাস • সলিল ঘোষ • শৈলেন মুখোঃ • সুধীর চৌধুরী • সত্যেন বসাক • অশোক চক্রঃ • মৃণাল সাহা • বেচু সিংহ • উৎপল • সুচন্দ্রা • শান্তা • কল্পনা • সীমা • শৈল • শৈলেন ভট্টা • সুবল • গজেন ভাদুড়ী • দীপ্তি ঘোষ অনাদিপ্রসাদ • ব্রজেন • মদন মাষ্টার তিলক ও সহস্রাধিক শিল্পী

কণ্ঠ-সঙ্গীতে :

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ নির্মলা মিশ্র ॥ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ॥ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অধীর বাগচী ॥ তারা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি

পরিবেশনা : ভবতারিণী পিকচার্স : : রাগরূপা প্রাঃ লিঃ রিলিজ

ভারতের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সাধনার মণিখনি হল রামায়ণ। নরদেহ ধারণ করে নারায়ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র রূপে—তাঁরই নামগান এবং অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনী সমন্বিত কাব্য হল রামায়ণ।

এই রামায়ণের সহস্রাধিক চরিত্রের মধ্যে একটি হল তরণীসেন। রামভক্ত বিভীষণ ও সরমার একমাত্র পুত্র ব্রহ্মার বরে অমর এবং মহাবলী লঙ্কেশ্বর রাবণের নয়নের মণি। পিতার কাছে শ্রীরামের গুণকীর্ত্তন শুনে সে নিভৃতে বসে তাঁর পূজা করে, ছবি আঁকে—অশোক বনে বন্দিনী সীতাকে সে বলে 'সীতা-মা'। সে সকলকে সগর্বে বলে সীতা-মা হল লক্ষ্মী আর শ্রীরামচন্দ্র হলেন নারায়ণ। শুধু তাই নয়, শ্রীরামের সঙ্গে দেখা হলে যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করে লঙ্কায় স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করে সীতা আর শ্রীরামকে পাশাপাশি রেখে দেবে।

ভক্ত বিভীষণ শ্রীরাম ও সীতার প্রতি রাবণের বৈরিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় রাবণ পদাঘাতে তাকে লঙ্কা থেকে নির্বাসিত করে। বিভীষণ সাগরের অপর পারে শ্রীরামের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে। শ্রীরাম তাকে আশ্রয় তো দিলেনই, উপরন্তু ভাই এবং সুহৃদ বলে বুকে তুলে নিলেন। জানকীর উদ্ধারে শ্রীরামের লঙ্কা অভিযানে বিভীষণই হল প্রধান সহায়।

বানরবাহিনীর সঙ্গে পাথর দিয়ে সেতু বেঁধে রাতের অন্ধকারে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় উপস্থিত হলেন। আরম্ভ হল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। একে একে লঙ্কার সমস্ত বীরই এই সংগ্রামে প্রাণ দিল।

তরণীকে মহাবলী লঙ্কেশ্বর এত স্নেহ করেন যে তার কোন ইচ্ছাই তিনি অপূর্ণ রাখেন নি। এমন কি অশোক বনে সীতাকে যে চেড়ীরা অত্যাচার করত তা পর্য্যন্ত তরণীর অনুরোধে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই নিয়ে রাজ্যের সমস্ত লোক তরণীকে দেখলেই বিদ্রূপ করে, ঘরশত্রু বিভীষণের পুত্র বলে ধিক্কার দেয়, আরও নানারকম ঘৃণিত ইঙ্গিত করে। মাতা সরমার কাছে সে কেঁদে বলে যে লঙ্কায় সব সন্তানই যুদ্ধে গেছে—এবার সেও যুদ্ধে যাবে। কিন্তু মায়ের মন এ প্রস্তাবে রাজী হয় না—সরমা বলে যে তরণী যুদ্ধে গেলে সে কাকে নিয়ে থাকবে!

রাবণকে শেষ পর্য্যন্ত অনুমতি দিতেই হয় তরণীকে যুদ্ধে যাবার। সরমা রণসাজে সাজিয়ে দিলেন পুত্রকে। তরণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে রাবণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না—তিনি ছদ্মবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তরণীকে শেষ বারের মত অনুরোধ করেন ফিরে যাবার জন্যে। তরণী কিন্তু ভুল বোঝে—সে বলে ঘরশত্রু বিভীষণের পুত্র বলে তাঁর সন্দেহ হচ্ছে বলেই তিনি তাকে দেখতে এসেছেন এখানে। অগত্যা মহাবলী লঙ্কেশ্বরকে ফিরে যেতে হয়।

শেষ পর্য্যন্ত ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যুদ্ধ হয়। ভক্তের কাছে ভগবান চিরদিনই পরাজিত—এ ক্ষেত্রেও বিভীষণের পরামর্শে ব্রহ্মাস্ত্র না ছুঁড়লে বালকের কাছেই হয়ত ত্রিভুবনবিজয়ী শ্রীরামকে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ত।

কিন্তু তরণী কি তার আরাধ্য দেবতা রঘুমণির শ্রীচরণ স্পর্শ করতে পেয়েছিল? তার মনোবাঞ্ছা কি পূর্ণ হয়েছিল?

শ্রীরামের আশীর্বাদ কি সে লাভ করেছিল?

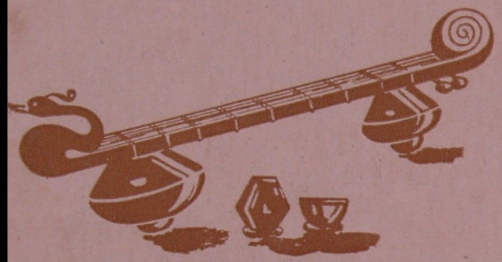

সঙ্গীত

(১)

প্রণমি বাল্মীকি মুনি যাঁহার সৃজন।
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অপূর্ব্ব কথন॥
অরণ্য কিষ্কিন্ধ্যা আর সুন্দর কাণ্ডের।
সুজন সংক্ষেপে শুন ঘটনা তাদের॥
সূর্পনখা রাক্ষসীর নাসিকা ছেদন।
সীতা হরণের সেই বিষম কারণ॥
স্বর্ণমৃগরূপী মায়া মারীচ মরিল।
সাধুবেশী দশানন সীতারে হরিল॥
কাঁদে পঞ্চবটি বন শ্রীরাম লক্ষণ।
আহত জটায়ু দিল সংবাদ তখন॥
জানকীর অলঙ্কার পাইল সুগ্রীব।
ঋষ্যমূখে যান রাম তাঁহার সমীপ॥
অগ্রজ বালীরে বধি শ্রীরাম ত্বরায়।
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজা কিষ্কিন্ধ্যায়॥
সাগর লঙ্ঘিয়া হনু দহে লঙ্কাধামে।
সীতার মাথার মণি দেখায় শ্রীরামে॥
সেথায় অশোকবনে আছেন বন্দিনী।
শ্রীরামবল্লভা সতী জনক নন্দিনী॥

টাইটেল—
গেয়েছেন – তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

জয় রাম জয় বিজয় রাঘব রাম
জয় রাম, জয় রঘুকুল তিলক রাম
সুন্দর রঘুবর মুরতি নিরন্তর
মানস নয়নে নেহারি।
নব দুর্ব্বাদল কোমল শ্যামল
রূপছবি অনুপ তোমারি॥
আজানুলম্বিত করে ধনু শোভিত
শিরে জটাজুট ব্রতধারী
কমল নয়ান যাঁহা কমল বয়ান তাঁহা
ভালে তিলক শোভে তাঁরি॥
জনম জনম ধরে আশ্রয় দিও মোরে
পদপঙ্কজে ভয়হারী
নমো সীতাপতি নমো পরমাগতি
অন্তরতম হে আমারি॥

বিভীষণের গান—
গেয়েছেন—অধীর বাগচি
তরণীর গান—
গেয়েছেন—তারা মুখোপাধ্যায়

(৩)

কোথা—কোথা তুমি গুণধাম
মম হৃদয় রঞ্জন নয়নাভিরাম।
দরশ বিনা আঁখি ঝরে অবিরাম।
কোথা জীবন বল্লভ হে অনুপাম
লহ মম অশ্রু কুসুমের দাম।
জগৎপতি তুমি রয়েছ জগৎ জুড়ে
তবু কেন শূন্য যে লাগে
দুর্জ্জন-দর্প বিনাশ করো প্রভু
অসহায় শরণ মাগে
হে চির আনন্দ তোমারি ধেয়ানে
নিরানন্দ সে কেন জাগে
দুঃখ আমার চরণ কমলে তব
নিশিদিন জানায় প্রণাম॥

সীতার গান—
গেয়েছেন নির্ম্মলা মিশ্র

(৪)

দে দোলা হিন্দোলে
সুরেরি দোলে
ছন্দেরি হিল্লোলে
পরাণ ভোলে।
নয়ন পলকে বিজলি ঝলকে
নব যৌবন জাগে
মিলন-পিয়াসী হৃদয়-তিয়াসী
ফুল বসন্তরাগে।
আজি চন্দন বন হতে
মধু মৃদু সৌরভ স্রোতে
গীতালি ছন্দে নয়নানন্দে
চাহি সে আঁখির আগে।
মায়াভরা রাতে
মনোবেণু বাজে
ফুল বীথি আজি
ফুলে ফুলে সাজে।
এস প্রিয়তম
এ জীবনে মম
এস অনুরাগে
মরমের মাঝে॥

রাজসভার গান—
গেয়েছেন—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

(৫)

ভবসাগরে সেতু বন্ধন করে রামচন্দ্র নাম
রঘুনায়ক শুভদায়ক শ্রীরাম চন্দ্র নাম।
হলো ধন্য শবরী গাহিয়া তাঁরি নামের জয়গান
চরণ পরশে পেলো পাষাণ সতী অহল্যা প্রাণ।
মনোরঞ্জন দুঃখভঞ্জন শ্রীরাম চন্দ্র নাম
দুষ্টদলন দর্পহরণ রামচন্দ্র নাম।
সর্ব্ববিঘ্ন ভয়নাশন রামচন্দ্র নাম
তাঁরি স্মরণে জলে ভাসে শিলা নামের মহিমায়
অসুর ব্যাধ খগ মৃগ তরু নামে উদ্ধার পায়।
শরণাগত প্রতিপালক শ্রীরামচন্দ্র নাম
বিভীষণমিত সীতাপতি রামচন্দ্র নাম
জনতারণ নারায়ণ রামচন্দ্র নাম।

সেতুবন্ধের গান—
গেয়েছেন- ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের

আগামী নিবেদন

শচী মা'র সংসার

॥ কাহিনী ॥

অনন্ত চট্টোপাধ্যায়

সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা-৬ কর্তৃক মুদ্রিত।